কবি ও নোবেল পুরস্কার

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

লেখক পরিচয়

[প্রভাত মুখোপাধ্যায় (১৮৯২ - ১৯৮৫) খ্যাতনামা রবীন্দ্র জীবনীকার । পিতা নগেন্দ্রনাথ গিরিডিতে ওকালতি করতেন । সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হন । পরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সঞ্চালিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন । ১৯০৯ খ্রী শান্তিনিকেতনে যোগ দেন । পরে (১৯১৬ - ১৮) কলকাতার সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিকের পদ গ্রহণ করেন । ১৯১৮ সালে শান্তিনিকেতনের পাঠভবনের শিক্ষকতা ও গ্রন্থাগারিকের পদে যুক্ত হন । ১৯২৬ সালে কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সারা জীবন জ্ঞান অর্জনের সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন । প্রাচীন ইতিহাসের গল্প, ভারত পরিচয়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন, বঙ্গ পরিচয় (২খণ্ড) রচনা করেন । ছোটদের জন্য তাঁর লেখা 'জ্ঞানভারতী' নামে একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে । তিনি চীনা ও তিব্বতী ভাষা শিখে বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শনের চীনা ভাষা বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা করেন । তিনি কংফুৎসুর গ্রন্থের অনুবাদ করেন । তাঁর লেখা (Indian Literature in China and Far East) গ্রন্থটি ভারতীয় বিদ্বান সমাজে প্রশংসা লাভ করে । তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি চার খণ্ডে রচিত 'রবীন্দ্র জীবনী'। এই গ্রন্থটি লিখে শেষ করতে তাঁর লাগে দীর্ঘ পঁচিশ বছর। রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী (১৯৩২) রবীন্দ্র জীবন কথা, রবিকথা, রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ, শান্তিনিকেতন - বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রনাথের গান – কালানু ক্রমিক সূচি - প্রমুখ । তাঁর মনীষা-দীপ্ত প্রতিভার স্বীকৃতি দেশের বাইরেও প্রসারিত । সত্তর বছর বয়সে সোভিয়েত সায়েন্স আকাডেমির আমন্ত্রণে রাশিয়া যান । 'সোভিয়েত সফর' নামে একটি চিত্তাকর্ষক ভ্রমণ - কাহিনী লেখেন । জীবনে বহু সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন । বিশ্বভারতী থেকে দেশিকোত্তম ও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পদ্ম-ভূষণ উপাধি লাভ করেন । রবীন্দ্র ভাবাদর্শের মূর্ত প্রতীক এই জ্ঞান - তপস্বী মানুষটি বঙ্গীয় সারস্বত সমাজে 'আইকন' হয়ে ওঠার দুর্লভ দৃষ্টান্ত ।]

১৯১৩ সালের অক্টোবরে কবি বিলাত থেকে ফিরেছেন-আছেন 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির দোতলায়। এখনো তাঁর উত্তরায়ণের পর্ণকুটির নির্মিত হয়নি, রবীন্দ্রনাথের প্রাসাদোপম অট্টালিকার নির্মাণ-

কল্পনাও মনে জাগেনি । পূজাবকাশে বিদ্যালয় বন্ধ - খুলতে দেরী আছে । আশ্রমে ফিরে কবির মন বেশ প্রসন্ন। কলকাতায় যে-দুদিন ছিলেন, নানা সাংসারিক কারণে ক্লান্ত হয়ে ওঠেন-তাই এখানে ফিরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন । একখানি চিঠিতে কবি লিখেছেন–'কতো আরাম সে আর বলতে পারিনে!' চারদিক সে নিস্তব্ধতা আজ আর কেউ কল্পনাও করতে পারবে না । এই নিস্তব্ধতার মধ্যে 'গানের উৎসটা খুলে গেছে।' লিখলেন বেশ কয়েকটা গান যা প্রায়ই শুনি । মন প্রকৃতির মধ্যে ও গানের মধ্যে এমনই মশগুল হয়ে আছে যে সেই সময় দার্জিলিং যাবার কথা উঠলে তা কবি নাকচ করে দেন ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. ১৯১৩ সালের অক্টোবরে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় ছিলেন ?
2. পূজাবকাশের পর আশ্রমের বিদ্যালয় কবে খুলেছিল ?
3. দার্জিলিং যাবার কথা উঠলে কবি তা নাকচ করে দিলেন কেন ?

পূজাবকাশের পর আশ্রম-বিদ্যালয় খুলল ৯ই নভেম্বর । আমরা এসে গেছি, ছাত্ররাও জুটেছে। কয়েকদিন পরে কবির 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্তির খবর এল ।

সে ত আজ থেকে ষাট বছর আগের কথা–সেই পুরনো দিনের কিছু কথা তোমাদের বলছি । সেদিন ভারতের – এই বাংলাদেশের এক কবি পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীদের দরবারে বিশ্ব-কবির আসন পেলেন। ১৯১৩ সালের ১১ই নভেম্বর সুইডেনের স্টকহলম্ থেকে ঘোষিত হল যে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ইংরেজি গীতাঞ্জলির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।'

মনে পড়ছে সেদিনের কথা । শান্তিনিকেতনের রান্নাঘরে খাওয়ার আয়োজন হয়েছে–এখন অবশ্য সে-রান্নাঘরের চিহ্নও নেই । পিঁড়িতে সবাই বসেছে, এমন সময় কবির জামাতা নগেন গাঙ্গুলী ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে ঘোষণা করলেন–'গুরুদেব নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ।' যারা নোবেলের কথা জানত, তারা পুরস্কারের ব্যাপারটা বুঝতে পারল । অধিকাংশই জানত না–তারা জিজ্ঞাসু নয়নে চেয়ে রইল। সে সময়ে শান্তিনিকেতনে আছে কেবল স্কুলের ছাত্ররা। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ত তখনো হয়নি । তাই স্কুলের ছেলেদের কাছে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিতে হল নোবেল পুরস্কারের মানে কি । বললাম–নোবেল সুইডেনবাসী বিজ্ঞানী ও শিল্পপতি । তিনি ডিনামাইট আবিষ্কার করে বহু অর্থ অর্জন

পড়ে কী বুঝলে ?

1. প্রবন্ধটিতে লেখক কতদিন আগের কথা বলেছিলেন ?
2. নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবর কে প্রথম ঘোষণা করেছিলেন ?
3. ডিনামাইটের ব্যবহার কিসের জন্য হতো ?

করেন । তখন ডিনামাইটের ব্যবহার হত পাথর ভাঙতে । যে কাজ মানুষকে শাবল, গাঁইতি দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে করতে হত ডিনামাইট বিস্ফোরণের সাহায্যে তা সহজে, সুলভে করা সম্ভব হল । এই বিস্ফোরক আবিষ্কার করে তিনি নাকি বলেছিলেন– এর ভীষণতা দেখে আশা করি মানুষ যুদ্ধ করতে চাইবে না !' কিন্তু আজ ডিনামাইটের চেয়ে সহস্রগুণ ধ্বংসকারী অ্যাটম্ বোমা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করে রেখেছে । নোবেল ছিলেন শান্তিবাদী। তাই মানুষের কল্যাণের জন্য পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যায় যাঁরা কাজ করবেন তাঁদের জন্যও পুরস্কারের ব্যবস্থা করে দেন । আর সাহিত্যে যাঁরা মহামানবের মধ্যে মৈত্রী ভাবনার কথা প্রচার করবেন তাঁরাও পাবেন এই পুরস্কার এবং বিশ্বশান্তির জন্য যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রচেষ্টা করবেন তাঁরা এই পুরস্কার লাভ করবেন । এইজন্যে তিনি বহু কোটি টাকার তহবিল রেখে যান । প্রত্যেকটির মূল্য এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা । তোমরা কাগজে দেখেছ গতবৎসর অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে শান্তি পুরস্কার প্রদত্ত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ কিসিংগার ও উত্তর ভিয়েতনামের লুডুক্ থো-কে । অর্থাৎ ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রধান প্ররোচক ও সহায়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সচিব এবং যারা ভিয়েতনামে যুদ্ধ করে তাদের তাড়াল তাদের নেতা–এই দুজনকে একাসনে বসিয়ে সম্মান দেওয়া হল নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়ে । লুডুক্ থো ঐ পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে যোগ্য কাজই করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ষাট বৎসর আগে যখন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, সে সময় শান্তির জন্য সম্মান পান আমেরিকার Elihu Root (1845-1931) এবং Henri Lafontaine (1854-1943) । Elihu Root ছিলেন মার্কিন আইনজীবী । আন্তর্জাতিক – বিশেষ করে মার্কিন ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন । নোবেল পুরস্কার পাবার পরেও বিশ্বশান্তির জন্য তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না । দ্বিতীয় প্রাপক Lafontaine ছিলেন বেলজিয়ান – ইনিও আইনজীবী। আন্তর্জাতিক বোঝা-পাড়ার একনিষ্ঠ সমর্থক । হেগের (Hague) আন্তর্জাতিক শান্তিপরিষদের স্থায়ী সভাপতি ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. ডিনামাইটের চেয়ে সহস্রগুণ শক্তিশালী কোন অস্ত্র মানুষকে আতঙ্কিত করে রেখেছে ।
2. নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য কত ছিল ?
3. Elihu Root কে ছিলেন ?

মনে আছে কলকাতা থেকে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ নিয়ে টেলিগ্রাম এল ১৫ই নভেম্বর। ১৩ই সান্ধ্য দৈনিক 'এম্পায়ার' কাগজে প্রথম সংবাদটি প্রকাশিত হয় । সেকালে ত আর রেডিও ছিল না যে মুহূর্তে দেশবিদেশে খবর ছড়িয়ে পড়বে। বিদেশ থেকে খবর আসত কেবল

পড়ে কী বুঝলে ?

1. নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবর নিয়ে টেলিগ্রাম কবে এসেছিল ?
2. শান্তিনিকেতনের ছেলেরা কবির নোবেল পুরস্কার পাবার আনন্দে কার কাছে ছুটি চেয়েছিল ?

কবি তখন যাচ্ছিলেন চৌপাহারি জঙ্গল দেখতে– বোলপুর ইলামবাজারের পথ গিয়েছে সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে । দ্বিপুবাবুর নতুন মোটর গাড়ি করে চলেছেন কবি । গাড়িতে অনেকেই আছেন । এখানে একটা কথা বলে রাখি, ১৯১৩ সালে মোটর গাড়ি এদেশে কমই ছিল– এ জেলাতে ত ছিলই না । যা হোক, যাবার পথে পোস্ট অফিসে সদ্যপ্রাপ্ত টেলিগ্রাম কবিতে দেওয়া হল । শান্তিনিকেতনে তখন টেলিগ্রাফ অফিস ছিল না–ডাকঘরই খুলছে বৎসর দুই মাত্র । মোটর গাড়ি ফিরে এলে নগেন গাঙ্গুলী এসে রান্নাঘরে ঘোষণা করলেন খবরটা সেকথা ত আগেই বলেছি ।

ছেলেরা খবরটা শুনে সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায়ের কাছে গিয়ে ছুটি চাইল । সেটা মঞ্জুর হওয়ায় তারা খুসি হয়ে জগদনন্দবাবুকে একটা নড়বড়ে খাটে উঠিয়ে আশ্রম প্রদক্ষিণ করতে লাগল । তিনি চেঁচাচ্ছেন–'আরে পড়ে মরবো–নামা নামা !' কে শোনে !! আশ্রম প্রদক্ষিণ করা হল । সে কি উৎসাহ!

পরদিন থেকে টেলিগ্রাম আসতে শুরু করল নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছ থেকে । রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের নেপালবাবুকে ডেকে বললেন–'এবার আপনাদের পাকা ড্রেন ও পাকা পায়খানা হবে।' কথাটা বলার মানে আছে । সেকালে শান্তিনিকেতনের প্রায় সবাই প্রাতঃকৃত্য করতে মাঠে যেত– পায়খানা একটা ছিল, তবে খুবই জীর্ণ ।

কবি আছেন 'শান্তিনিকেতনে' দোতলার ঘরে । এত উত্তেজনার মধ্যেও গানের সুরে মন ভরপুর। লিখে চলেছেন গানের পর গান ।

১৩৮০

জেনে রাখো

- পর্ণকুটির — পাতায় ছাওয়া কুটির
- বুদ্ধিজীবী — যিনি বুদ্ধি বলে জীবিকা নির্বাহ করেন, বিদগ্ধ ব্যক্তি
- প্ররোচক — মন্ত্রণা দাতা
- সৌহার্দ্য — বন্ধুত্ব

বিস্ফোরক — সশব্দে ফাটা

ডিনামাইট — বিস্ফোরণ কারক যন্ত্র ।

মৈত্রী — মিত্রতা, বন্ধুত্ব

নাকচ — প্রত্যাখ্যান, ফিরিয়ে দেওয়া ।

পাঠ পরিচয় ঃ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালের ১১ই নভেম্বর নোবেল পুরস্কার পান । তিনি তখন শান্তিনিকেতনে । সে সময়ে অধিকাংশ লোকই নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে কিছুই জানতো না । বিশেষত, শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা তো এ বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ ছিলো । — প্রবন্ধটিতে লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নোবেল পুরস্কার বিষয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেছেন । এই পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদে শান্তিনিকেতনবাসীর এবং স্বয়ং কবির নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা এই রচনাটির মাধ্যমে জানতে পারি ।

পাঠবোধ

সঠিক উত্তর দাও

1. ১৯১৩ সালের কোন সময়ে কবি বিলাত থেকে ফিরেছিলেন ?

(ক) জুলাই (খ) সেপ্টেম্বর

(গ) অক্টোবর (ঘ) ডিসেম্বর

2. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কোন্ কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ?

(ক) গীতাঞ্জলি (খ) নৈবেদ্য

(গ) চিত্রা (ঘ) মানসী

3. উত্তরায়ণের পর্ণকুটির কোথায় তৈরি হবার কথা ছিল ?

(ক) শান্তিনিকেতন (খ) কলকাতা

(গ) বোলপুর (ঘ) শ্রীনিকেতন

4. নোবেল পুরস্কার পাবার সংবাদ প্রাপ্তির সময়ে রবীন্দ্রনাথ কোথায় ছিলেন ?

(ক) জোড়াসাঁকো (খ) শান্তিনিকেতন

(গ) শিলাইদহ (ঘ) দার্জিলিং

5. ১৩ই নভেম্বর কোন্ সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকায় কবির নোবেল পুরস্কার পাবার খবর প্রথম প্রকাশিত হয় ?

(ক) দি টেলিগ্রাফ (খ) সংবাদ প্রভাকর

(গ) তত্ত্ববোধিনী (ঘ) এম্পায়ার

অতি সংক্ষেপে লেখো

6. শান্তিনিকেতনের আশ্রমে ফিরে কবির মন প্রসন্ন ছিল কেন ?
7. রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির কথা কবে এবং কোথা থেকে ঘোষিত হয়েছিল ?
8. নোবেল কে ছিলেন ?
9. নোবেল কী অবিষ্কার করেছিলেন ?
10. মানুষ প্রথম দিকে পাথর ভাঙার কাজে কী ব্যবহার করতো ?
11. কবি মোটরগাড়িতে চড়ে কোথায় যাচ্ছিলেন ?

সংক্ষেপে লেখো

12. কবি কেমন ভাবে শান্তিনিকেতনের নিস্তব্ধতার উপলব্ধি করেছিলেন ?
13. রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নোবেল শান্তি পুরস্কার কে পেয়েছিলেন ?
14. ১৯৭৩ সালে কে কে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন ?
15. কবি কিসের জন্য (কোন শাখাতে) নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ?
16. শান্তিনিকেতনে স্কুলের ছেলেরা কবির নোবেল পুরস্কার পাবার খুশিতে কী করেছিল ?
17. নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ঘোষণার পর কবি নেপালবাবু কে কী বলেছিলেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

18. নোবেল পুরস্কার কোন্ কাজের জন্য দেওয়া হয় ? এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে লেখো ।
19. লুডুক থো কে ছিলেন ? তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কেন ?

20. Elihu Root এবং Henri Lafontaine কে ছিলেন ? এঁরা বিশ্বশান্তির জন্য কী করেছিলেন ?

21. নোবেল কিভাবে প্রচুর অর্থ অর্জন করেছিলেন ? এই বিস্ফোরক আবিষ্কার করে তিনি কী আশা করেছিলেন ? সেই আশা ফলপ্রসূ হয়েছিল কি ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচে দেওয়া শব্দগুলির মধ্যে তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দ বেছে নিয়ে লেখো

নিস্তব্ধ
আবিষ্কৃত
রান্নাঘর
সভাপতি
গান
সৌহার্দ্য
ডাকঘর

2. ব্যাসবাক্য এবং সমাস লেখো

পূজাবকাশ
পর্ণকুটির
বুদ্ধিজীবী
বিশ্বশান্তি
দেশ বিদেশ
মহ্‌মানব
শান্তিনিকেতন

3. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো

নিঃস্তব্ধতা
পুরস্কার
সংক্ষেপ
সম্মান
স্থায়ী
মঞ্জুর
সেকাল

4. সন্ধি বিচ্ছেদ করো

উত্তরায়ণ
সর্বাধ্যক্ষ
একাসন
বিশ্ববিদ্যালয়
আন্তর্জাতিক

5. নিচের শব্দগুলির সাহায্যে বাক্য বানাও

অট্টালিকা

শিল্পপতি

বিস্ফোরণ

টেলিগ্রাম

সাংসারিক

আইনজীবী

শান্তিবাদী

আলোচনা করো

রবীন্দ্রনাঠ ঠাকুর সম্পর্কে বিশদভাবে জানবার চেষ্টা করো । তাঁর সাহিত্যকৃতি এবং ব্যক্তিজীবনের মহানতার কথা নিজেরা আলোচনা করে দেখো । কবির জীবন দর্শন থেকে অনুপ্রেরণা লাভের প্রয়াস করো । শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বহু রচনা আছে । সেগুলি সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো এবং নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করো । নোবেল পুরস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য এই রচনাটিতে পাওয়া যায় । সেগুলির বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে জানবার চেষ্টা করো ।

করতে পারো

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে পারো তাঁর অসামান্য সব গান রয়েছে, সেগুলি শিখতে পারো । নিজের বিদ্যালয়ে বা অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করতে উৎসাহী হও । কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি'র কবিতাগুলি বিশেষভাবে জানবার চেষ্টা করো এ বিষয়ে শিক্ষকের সাহায্য নিতে পারো ।